উন্নয়নের যাত্রা

টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া

উন্নয়নের যাত্রা : রোড শো - টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া

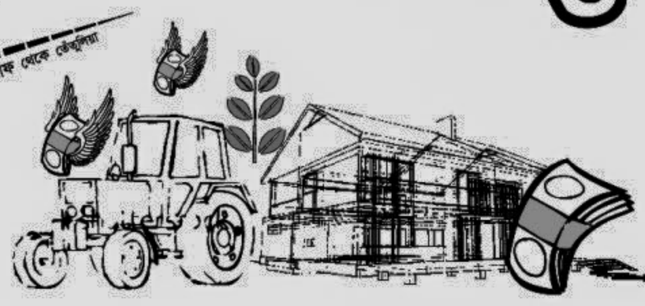

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাণী

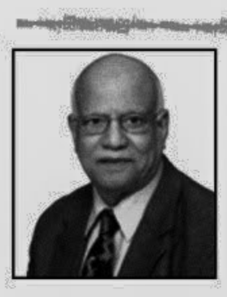

আবুল মাল আবদুল মুহিত
মন্ত্রী
অর্থ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

এসএমই ও কৃষিঋণ, মানি লন্ডারিং ও হুন্ডি প্রতিরোধ এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে অর্থপ্রেরণ বিষয়ে সচেতনতা তৈরিতে বাংলাদেশ ব্যাংক-এর এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগকে অভিনন্দন।

কৃষি, এসএমই এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্স– এই তিনটি খাত আমাদের দেশের অর্থনীতির ভিত্তি। এই তিনটি খাতকে অধিকতর উৎপাদনমুখী এবং গতিশীল করার জন্য ব্যাংকসমূহের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। অপরদিকে এই খাতসমূহের জন্য হুমকি হচ্ছে মানি লন্ডারিং। দেশের সার্বিক কল্যাণে, জনগণের সংশ্লিষ্টতায় ব্যাংকসমূহ মানি লন্ডারিং এবং হুন্ডি প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এ ছাড়াও তাদের পণ্য এবং সেবাসমূহ কৃষক এবং উদ্যোক্তাদের জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। এই রোড শো-এর মাধ্যমে ব্যাংকসমূহ তাদের পণ্য এবং সেবাসমূহ সম্পর্কে কৃষক এবং উদ্যোক্তাদের অবহিত করতে পারবে এবং সহজেই তাদের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিতে পারবে।

আমি আশা করি জনগণ এবং ব্যাংকসমূহের সেতু বন্ধন এই রোড শো কৃষি, এসএমই এবং বৈদেশিক রেমিট্যান্সকে গতিশীলকরণের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করবে এবং আমাদের সমাজকে রাখবে মানি লন্ডারিং এবং হুন্ডিমুক্ত।

আমি এই রোড শো-এর সার্বিক সফলতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

রোড শো'র উদ্দেশ্য

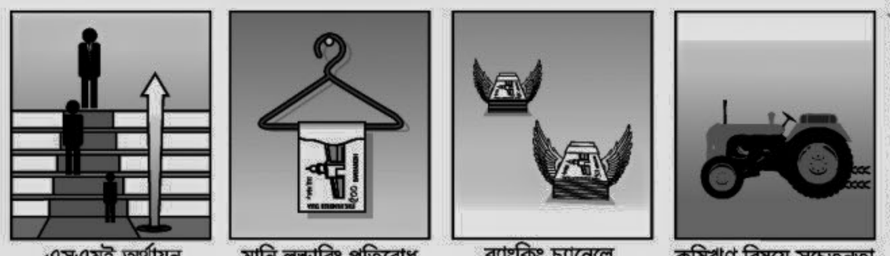

- ব্যাংকিং পণ্য ও সেবাসমূহের বিবরণ দেশব্যাপী সর্বসাধারণকে অবহিতকরণ
- কৃষি ও এসএমই ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংকিং সুযোগ-সুবিধাগুলো জানানো
- ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণ বা অন্য কোন ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম করা হলে, ব্যাংকিং সেবা প্রদানে দালাল-ফড়িয়া পদ্ধতি উৎসাহিত করা হলে বা কোন কারণে ব্যাংকের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকলে তা কীভাবে পাঠাতে হবে তা সকলকে জানানো
- মানি লন্ডারিং কী, কেন মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করা দরকার, এ বিষয়ে আইনি বাধ্যবাধকতা কী, কীভাবে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ করা যায় এবং জনগণ কীভাবে সরকারকে সহযোগিতা করতে পারে তা সকলকে জানানো
- বিদেশ থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠাবার ক্ষেত্রে কী কী সুযোগ-সুবিধা আছে, কীভাবে সহজে আগত রেমিট্যান্স পাওয়া যেতে পারে তা সবাইকে অবহিতকরণ
- ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে অবৈধ পথে, অর্থাৎ হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশ থেকে টাকা আনা হলে এর পরিণতি কী হতে পারে সে বিষয়ে সবাইকে সচেতন করা
- দেশের স্বার্থে হুন্ডি প্রতিরোধ করার জন্যে সবাইকে উদ্বুদ্ধ করা

বাণী

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলায় উদীয়মান অর্থনীতি 'বাংলাদেশ' ইতোমধ্যে মডেলে পরিণত হয়েছে; বর্তমানে দেশে গরিব বান্ধব ও সামাজিক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। এর অন্যতম লক্ষ্য হিসেবে ২৬ মার্চ ২০১০ বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা দিবসে মানি লন্ডারিং ও হুন্ডি প্রতিরোধ, ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণ এবং এসএমই ও কৃষিঋণ সঞ্চালন বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আয়োজিত ঐতিহাসিক রোড শো, বাংলাদেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় এক যুগান্তকারী মাইলফলক।

দিন বদলের অঙ্গীকার একবিংশ শতকের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তোলার মূল মন্ত্রই হচ্ছে উন্নয়নের পথে নিরন্তর এগিয়ে চলা। বৈশ্বিক মন্দার ধাক্কা সামলাতে আমাদের বাস্তব উপলব্ধি যে, এ দেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষি, এসএমই, রপ্তানি-রেমিট্যান্স। সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের গৃহীত স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যানিংয়েও তাই জাতীয় উন্নয়নের চালিকা শক্তি হিসেবে এসএমইকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের উন্নয়নে নব দিগন্তের সূচনা করতেই এই মহান রোড শো'র আয়োজন। এর ফলে আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিজনিত সকলের অংশগ্রহণমূলক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি তথা জাতীয় প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত হবে। অপরদিকে উৎপাদনশীল খাতের অন্যতম হুমকি হচ্ছে মানি লন্ডারিং। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নেতৃত্বে ব্যাংকিং সমাজ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও জনগণের সংশ্লিষ্টতায় জাতীয় স্বার্থে আয়োজিত এই রোড শো মানি লন্ডারিং ও হুন্ডি প্রতিরোধের চেতনা সৃষ্টিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি। এছাড়া এই ঐতিহাসিক আয়োজনে ব্যাংকসমূহ তাদের পণ্যাদি এবং সেবা সম্পর্কে কৃষক-উদ্যোক্তা এবং জনগণকে অবহিত করার এক অভিনব সুযোগ পাবে।

আমি জনগণ এবং ব্যাংকসমূহের সেতু বন্ধন এই ঐতিহাসিক রোড শো'র প্রত্যাশিত সাফল্য কামনা করি; এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকার, গুণগ্রাহী, সুধীজন ও আপামর জনগোষ্ঠীকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা।

সমৃদ্ধির পথে উন্নয়ন যাত্রা

মাহফুজুর রহমান
রোড শো দলনেতা এবং মহাব্যবস্থাপক
বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশ ব্যাংক বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। দেশের মুদ্রানীতিসহ অর্থনৈতিক অঙ্গনের সকল দিক নিয়েই বাংলাদেশ ব্যাংককে কাজ করতে হয়। সুযোগে-দুর্যোগে অর্থনৈতিক সাগরে নানামুখী ঢেউয়ের আঘাতে পর্যুদস্ত নৌকার হাল ধরে থাকতে হয় শক্তহাতে। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর অভীষ্ট যাত্রায় এই প্রথমবারের মতো গতিপথ বদলেছে। একজন দক্ষ এবং অভিজ্ঞ নাবিক যেমন তার অভীষ্ট গন্তব্য ঠিক রেখে দুস্তর যাত্রাপথের বিপদের কথা বিবেচনায় এনে কৌশলগত কারণে যে কোন সময়ই গতিপথ বদলে ফেলেন তেমনি বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গতিপথ বদলে হয়েছে গণমুখী, কল্যাণমুখী, মানবতাবোধ সম্বলিত। বাংলাদেশ ব্যাংক-এর গভর্নর ড. আতিউর রহমান এ চিন্তা-চেতনা প্রবর্তন করেছেন, সকল কর্মকর্তাদের মাঝে এ ভাবনা জাগরুক করার চেষ্টা করছেন। তাই গভর্নরসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের উর্ধ্বতন নির্বাহীগণ কৃষিঋণ ও এসএমই ঋণ নিয়ে প্রকৃত ঋণগ্রহীতার দ্বারপ্রান্তে হাজির হন। আর ব্যাংকিং সেবাকে সাধারণ কৃষক সমাজের কাছে সহজলভ্য করার জন্যে মাত্র ১০ টাকা দিয়ে হিসাব খোলার প্রক্রিয়া চালু করা হয়। এসবেরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ ব্যাংক আয়োজন করেছে উন্নয়নের যাত্রা : রোড শো। বাংলাদেশে ব্যাংকগুলোর পক্ষে এ ধরনের উদ্যোগ এটিই প্রথম। রোড শো'র অভিযাত্রী দল টেকনাফ থেকে যাত্রা শুরু করে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত যাবে এবং যাত্রাপথে কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, ফেনী, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়ে সুধী সমাবেশ ও ব্যাংক মেলার আয়োজন করা হবে।

আয়োজিত এ রোড শো'র মূল প্রতিপাদ্য বিষয় চারটি; এগুলো হচ্ছে কৃষিঋণ, এসএমই ঋণ, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ এবং ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স। বাংলাদেশের প্রায় তিন চতুর্থাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কৃষিখাতের উন্নয়ন ছাড়া দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার কৃষির উন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। বাংলাদেশ ব্যাংকও কৃষকের হাতে যাতে সঠিক সময়ে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ঋণ পৌঁছে সে বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের আরো একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত। এ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধি, রপ্তানি বৃদ্ধি, সর্বোপরি অর্থনীতির শক্ত ভিত রচনা করা সম্ভব। আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহে এই এসএমই খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে তাদের অর্থনীতিকে বহুদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশেও এসএমই খাতে অর্থায়নসহ সরকারের নানামুখী উদ্যোগ রয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এই খাতে ঋণদানের জন্যে নানা ধরনের পসরা সাজিয়ে রেখেছে। কিন্তু ঋণদাতা এবং ঋণগ্রহীতাদের মাঝে সমন্বয়ের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আমাদের সম্ভাব্য উদ্যোক্তাগণের অনেকেরই এ বিষয়ে ধারণা নেই। আবার দেশের বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত সম্পদ ও সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে কী ধরনের শিল্প গড়ে তোলা যায় সে বিষয়েও বিভিন্ন পর্যায়ে ভাবা প্রয়োজন।

রোড শো– কবে কোথায়

২৬ মার্চ ২০১০ শুক্রবার	টেকনাফ কক্সবাজার
২৭ মার্চ ২০১০ শনিবার	চট্টগ্রাম
২৮ মার্চ ২০১০ রবিবার	ফেনী কুমিল্লা
৩০ মার্চ ২০১০ মঙ্গলবার	টাঙ্গাইল সিরাজগঞ্জ
৩১ মার্চ ২০১০ বুধবার	বগুড়া রংপুর
১ মার্চ ২০১০ বৃহস্পতিবার	দিনাজপুর ঠাকুরগাঁও
২ মার্চ ২০১০ শুক্রবার	পঞ্চগড় তেঁতুলিয়া

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে একটি বড় প্রতিবন্ধকতা হলো মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কাজে অর্থ যোগান। কতিপয় অপরাধ থেকে টাকা উপার্জন করে এর উৎস গোপন করার চেষ্টা এবং হুন্ডির মাধ্যমে টাকা লেনদেন করাই মানি লন্ডারিং। উক্ত অপরাধসমূহ দমনের লক্ষ্যে সরকার মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এবং সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ পাশ করেছেন। আইন অনুসারে মানি লন্ডারিং একটি ফৌজদারী অপরাধ– যা জামিন অযোগ্য। মানি লন্ডারিং-এর সর্বোচ্চ শাস্তি ৭ বছর কারাদণ্ড। অন্যদিকে সন্ত্রাসী কাজের সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড এবং সন্ত্রাসী কাজে অর্থ যোগানের সর্বোচ্চ শাস্তি ২০ বছর কারাদণ্ড। এ সব অপরাধমূলক কার্যকলাপ প্রতিরোধ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের একটি প্রধান খাত হচ্ছে বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীদের রেমিট্যান্স। পূর্বে এ খাতের অন্তর্মুখী রেমিট্যান্সে একটা বড় অংশ হুন্ডির মাধ্যমে দেশে আসত। কিন্তু বর্তমানে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বস্তরের মানুষের সচেতনতা সৃষ্টি এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের সেবার মান ও আওতা বৃদ্ধির ফলে ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিট্যান্স আসার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হুন্ডির মাধ্যমে বিদেশ থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠানো হলে প্রকৃতপক্ষে দেশে কোন টাকা আসে না। এ পদ্ধতিতে দেশ হতে সম্পদ পাচার হয়। তাছাড়া হুন্ডির বিপরীতে বিদেশে রক্ষিত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে অবৈধ পথে আনা মাদক ও অস্ত্রের মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকে। তাই হুন্ডি দেশের সম্পদ পাচারে সহায়তা করে, অবৈধ মাদক ও অস্ত্র আমদানিতে উৎসাহ যোগায়। দেশে যদি অবাধে মাদক প্রবেশ করে তাহলে যুব সমাজ বিপথগামী হবে। আবার অবাধে দেশে অস্ত্র প্রবেশ করলে সন্ত্রাসী কাজ বেড়ে যাবে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন বন্ধ হয়ে যাবে।

আলোচ্য পরিস্থিতিতে এ তথ্যগুলো দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যেই রোড শো'র আয়োজন করা হয়েছে। উৎসবমুখর পরিবেশে সম্ভাব্য উদ্যোক্তা, কৃষক এবং অন্যান্য পেশাজীবীগণকে বিষয়গুলো জানানো এবং এ লক্ষ্যে তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করাই রোড শো'র উদ্দেশ্য।

রোড শো'র প্রত্যাশিত ফলাফল

■ রোড শো'র মাধ্যমে ব্যাংকিং পণ্য ও সেবার সংবাদ অবহিত হয়ে জনসাধারণ সে সুযোগ গ্রহণ করবে ■ কৃষি ও এসএমই ঋণ বিতরণে অনিয়ম দূরীভূত হবে ■ কৃষকরা ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করে উপকৃত হবেন ■ বেকার যুবক ও উদ্যোক্তাগণ ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে দেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প স্থাপন করবেন এবং বেকার সমস্যা লাঘব হবে ■ মানি লন্ডারিং কমবে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে জনগণ প্রতিরোধের উদ্যোগ নেবেন ■ ব্যাংকিং চ্যানেলে আগত রেমিট্যান্সের পরিমাণ বাড়বে এবং হুন্ডি কমবে

আয়োজনে : বাংলাদেশ ব্যাংক

লিড ব্যাংকসমূহ

AB Bank · Standard Chartered স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড · BRAC BANK ব্র্যাক ব্যাংক · ONE Bank LIMITED · Prime Bank Limited
DHAKA BANK LIMITED · ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড Islami Bank Bangladesh Limited · Jamuna Bank Limited your partner for growth · সোনালী ব্যাংক লিমিটেড · উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড Mutual Trust Bank Ltd. you can bank on us · National Bank Limited A Bank for Performance with Potential · NCC BANK · The Premier Bank Limited Premier Bank service first

অংশগ্রহণকারী ব্যাংকসমূহ

Bank Asia Limited · Shahjalal Islami Bank Limited Committed to Cordial Service · EXIM BANK · BDBL · রূপালী ব্যাংক লিমিটেড · Standard Bank Limited Setting a new standard in banking
FIRST SECURITY ISLAMI BANK LTD. · UCB · IFIC BANK LIMITED · Dutch-Bangla Bank Limited · NBP · Janata Bank LIMITED
মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড Mercantile Bank Limited · Trust Bank · HSBC The world's local bank · Agrani Bank Limited · পুবালী ব্যাংক লিমিটেড · AL-ARAFAH ISLAMI BANK LIMITED · Southeast Bank Limited